—নব বর্ষ—

—অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

শূন্য পিয়ালা দিয়েছিলে মোরে একটি বরষ আগে,
তিলে তিলে তা'রে ভরিয়া তুলেছি' সুগভীর অনুরাগে;
যতটুকু ছিল খালি,
কালি রজনীতে পূর্ণ ক'রেছি শেষ বিন্দুটি ঢালি!

নিয়ে যাও, বঁধু,—পারি কি করিতে তোমার অসম্মান?
এমনি করিয়া ভরিয়া রাখিব নূতন পাত্র খান।
এমনি হাসিয়া নিয়ো… ‥
আমার আঁখির তিক্ত মদিরা এতই তোমার প্রিয়?

ভারত-গাথা

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

ভারত আমার,
সুষমা আমার,
অতুলা মোহিনী
জগৎ-পালিনী।

কত না হাজার
বরষে তোমার
বিপুল বিভব
মহা গৌরব
আজও অবশেষ
রাজে ভরি' দেশ।
বলো, মা ভারত,
ধরি' কোন্ পথ
ফিরাব তোমায়
নিজ মহিমায়?

* *

যে ছিল বলবতী,
মহতী বসু-মতী,
সে আজি ধূলিলীনা?
অনাথা দীনহীনা
তনয় মোরা তারি
কেবল আঁখি-বারি
করেছি সম্বল
আঁকড়ি' ধূলিতল!
এ লাজ রাখিবার
আছে কি ঠাঁই আর?
নাহি রে নাহি ঠাঁই;
বাঁচিতে আজি চাই।
বাঁচিতে চাহি বলে;
হৃদয়ে আশা জ্বলে।

নিরাশা-আঁধিয়ারে
আশার তরবারে
কর রে কর ছিন্,
হাসিবে সুখদিন।

তাজমহল

নিব্‌লো যখন
প্রাণ শিখাটী
রাজ্ অধিরাজ
কায়-হীনা সে

তাজ্‌বেগমের
রাজ মহালে,
দিল্ ঘরেতে
তাজ্ বহালে।

তাজ মহিষীর
বিশ্ব রাণীর
স্বপ্নে আসি
"চাই যে হিয়ার

আত্মা হারায়
বক্ষ মাঝে ;
বল্লে রাজায়,
বন্দী তাজে।"

রাজ দরদী
"আত্মা চাহ
নয়ত শুধু
চলব জীবন

বল্লে হাসি,
কায় যে চাহি
আত্মা নিয়েই
পথ যে বাহি